Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.com

The
Message

www.themessagecanada.com

VOLUME 7, ISSUE I

JAN-FEB, 2013

আমরা কি খুব ব্যস্ত ???

১. 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান, আমার দ্বীনের কাজের জন্য তুমি (দুনিয়ার) ব্যস্ততা কমাও, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দারিদ্রতা ঘুচিয়ে দেব। আর যদি তা না কর, তবে তোমার হাত (আমি) ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করব না।' *[তিরমিযী, মুসনাদ আহমদ, ইবনে মাজাহ]*

২. যে ব্যক্তি দুনিয়াকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ তার (ভালো-মন্দের) দায়িত্ব থেকে পৃথক থাকেন। তিনি (আল্লাহ) তার (ঐ ব্যক্তির) চোখের সামনে দারিদ্রতাকে তুলে ধরেন আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যা তাকদিরে লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত ঐ ব্যক্তির জন্য আর কিছুই আসবে না। আর যে ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির (ভাল-মন্দের) দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন, তাকে অন্তরে সমৃদ্ধি দান করেন, আর পৃথিবী তার কাছে ছুটে আসে আকুল হয়ে। *[ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান]*

৩. আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের পরম ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ তার যাবতীয় অভাব - অনটনের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর যে ব্যক্তির আগ্রহ-আরাধনা হয়েছে পার্থিব বিষয়াদি তবে আল্লাহ তার বিষয়ে কোনো জামিনদার নন। *[ইবনে মাজাহ]*

যারা দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা নিয়ে চিন্তাভাবনা করল না!

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর দ্বীন থেকে পৃষ্ঠ পদর্শন করবে [দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে পিছুটান দেবে তারা যেন জেনে নেয়] আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে এই কাজের সুযোগ করে দেবেন। তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। তারা মু'মিনদের প্রতি হবে দয়ালু এবং কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা সংগ্রাম করে যাবে আল্লাহর পথে। কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না- এটাতো হবে আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে চান এভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি তো সীমাহীন জ্ঞানের অধিকারী।" (সূরা আল মায়িদা ঃ ৫৪)

রাসূলুল্লাহ [সা.] বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে শরীক হল না, কিংবা দ্বীন প্রতিষ্ঠা নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনাও করল না আর এই অবস্থায়-ই মারা গেল, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ মুসলিম)

নবী কারীম (সা.) বলেছেন ঃ আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যে) দু'আ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল হবে না। *[জামে আত তিরমিযী]*

From the Qur'an:

📖 যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদের অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন। (সূরা আনকাবুত ২৯ ঃ ৬৯)

From the Hadith:

📖 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রা.) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাতে সূরা আল ফাতিহা পড়ল না তার সলাত হলো না। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ভেতরের পাতায়

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ	২	*পিতামাতাদের জন্য ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ*	৭
সলাতে খুশু খুযু (ভয়-বিনয়-আশা ও একাগ্রতার সহিত নামায)	৪	*দাম্পত্য সম্পর্কের ৫০ টি বিষয় যা আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন*	৮
ধর্ম নিরপেক্ষতা মতবাদ কী?	৬		
Gift Box for Children (Islamic Education Series)	৭		

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

--- ড. মনজুর ই ইলাহী

নিশ্চয় ঈমান ভঙ্গকারী কারণ রয়েছে, যেমন ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহ আছে। যদি কোন ওযূকারী ওযূ ভঙ্গের কোন একটা আমলও করে তবে তার ওযূ ভেঙ্গে যাবে। তখন তার উপরে ওয়াজিব হল তিনি আবার নতুন করে ওযূ করবে, সেই রকম ঈমানের ক্ষেত্রেও। ঈমান ভঙ্গকারী কারণসমূহ চার ভাগে বিভক্ত ঃ

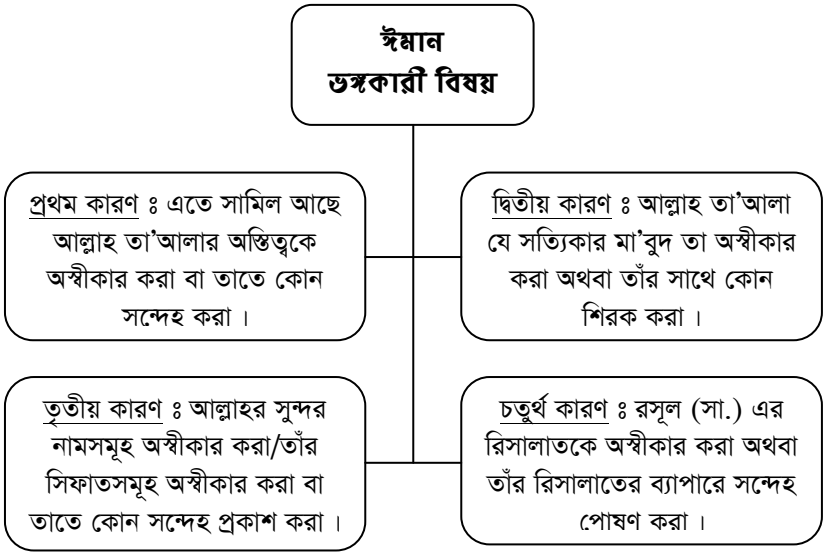

প্রথম কারণ
আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা

ক) আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা। যেমন নাস্তিকরা করে থাকে এই বলে যে, স্রষ্টা বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই।

খ) যদি কেউ নিজেকে প্রভু বলে দাবী করে। যেমন নতুন প্রজন্মের একজন ব্লগার বলেছেন যে তার সাথে আল্লাহর অনেক মিল রয়েছে, আল্লাহও কারো উপাসনা করে না সেও কারো উপাসনা করে না।

গ) এই দাবী করা যে, দুনিয়াতে অলীদের মধ্যে কিছু কুতুব আছেন যারা দুনিয়ার কার্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ) কিছু কিছু সুফী পীরেরা বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে আছেন।

দ্বিতীয় কারণ
আল্লাহ যে মাবুদ তাকে অস্বীকার করা বা তাঁর ইবাদতে কোন শিরক করা

ক) এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হলো ঃ সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গাছগাছালি, শয়তান ও অন্যান্য সৃষ্টির ইবাদতকারী।

খ) ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা এক আল্লাহর ইবাদত করে এবং তার ইবাদত করার সাথে সাথে অন্য সৃষ্টিরও ইবাদত করে থাকে - যেমন আউলিয়াদের ইবাদত করে তাদের ছবি বা কবরকে সামনে রাখে।

গ) কিছু লোক আউলিয়া বলে কথিত লোকদের কবরে আশ্রয় ও বিপদমুক্তি চায়। আর তাদের কাছে এমন সব জিনিস চায় যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দেবার ক্ষমতা নেই। যেমন রোগ মুক্তি, চাকুরী, ব্যবসা, সন্তান ইত্যাদি। ঐ সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের বা মাজারের হাতে কোন ক্ষমতাই নেই। তারা অন্যদের কান্নাকাটি শুনতেই পায় না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

"আর তোমরা তাকে ছেড়ে অন্যদের যে ডাকছ তারা তো সামান্যতম জিনিসেরও অধিকারী নয়। যদি তাদের কাছে দু'আ করো তারা তো তোমার দু'আ শুনতেই পায় না। আর যদি শুনত, কক্ষণই তোমাদের উত্তর দিত না। আর তোমরা যে শিরক করছ তাকে কিয়ামতের দিন তারা পুরাপুরি অস্বীকার করে বসবে। আর আমার মত এইরকম খবরদার ছাড়া অন্য কেহ তোমাকে এইরকম সাবধানও করবে না। (সুরা ফাতির ৩৫ ঃ ১৩-১৪)

ঘ) এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের যে ডাকা হয় তা তারা শুনতেও পায় না। আর এটাও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তাদের নিকট দু'আ করা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

---- বাকী অংশ ৩য় পাতায়

"আর তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের যে ইবাদত করত তাদের না কোন ক্ষতি করতে পারত, আর না ভাল করতে পারত। তারা বলত, এরা হচ্ছে আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফায়াতকারী। হে নবী আপনি বলুন ঃ তোমরা কি আল্লাহকে এমন কোন কথা বলতে চাও যা আসমান ও জমিনের কেউ জানে না? সমস্ত পবিত্রতা তো আল্লাহর। আর এরা যে শিরক করেছে তিনি তার অনেক উর্ধ্বে।" (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ১৮)

"আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে আমরা তো শুধু এ উদ্দেশ্যে তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করছে সেসব বিষয়ের ফায়সালা আল্লাহ অবশ্যই করে দেবেন। আল্লাহ এমন লোককে হিদায়াত দান করেন না, যে মিথ্যাবাদী ও সত্য অস্বীকারকারী।" (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৩)

তৃতীয় কারণ

আল্লাহর নামসমূহ অস্বীকার করা বা তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করা

ঈমান নষ্টকারী আমলের মধ্যে আছে, কোন মু'মিন কর্তৃক আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহকে অস্বীকার করা। যেমন- আল্লাহ তা'আলা যে সর্বজ্ঞাত তা অস্বীকার করা, অথবা তার কুদরতকে বা তার জীবনকে বা শোনা বা দেখাকে বা তার রহমতকে অথবা তিনি যে আরশের উপর আছেন তাকে অথবা তিনি যে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন তাকে অথবা তার হাতকে অথবা চক্ষুদ্বয়কে অথবা অন্যান্য যে সিফাতসমূহ আছে তা কোনটি অস্বীকার করা। আবার তা স্বীকার করতে যেয়ে তার কোন বিষয়কে কোন মাখলুকের সাথে তুলনা করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *"তার মত কিছু নেই, কিন্তু তিনি শুনেন ও দেখেন।" (সূরা শূরা ঃ ১১)*

চতুর্থ কারণ

রসূল (সা.)-কে অস্বীকার করা বা তাদের সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করা

১) আমাদের রসূল (সা.)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করা। কারণ, মুহাম্মাদ (সা.) যে আল্লাহর রসূল এই সাক্ষ্য দেয়া ইসলামের স্তম্ভের এক স্তম্ভ।

২) রসূল (সা.) সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করা বা সত্যবাদিতা সম্পর্কে বা আমানত বা পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা। রসূল (সা.)-কে গালি দেয়া, অথবা কোন ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, অথবা তার অবমূল্যায়ন করা অথবা তার কার্যসমূহ সম্পর্কে কোন আজেবাজে কথা বলা।

৩) রসূল (সা.)-এর কোন সহীহ হাদীস সম্পর্কে খারাপ কথা বলা বা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা অথবা তিনি যদি কোন সত্য খবর দিয়ে থাকেন তাকে অস্বীকার করা।

৪) অথবা কোন একজন রসূলকে অস্বীকার করা যাদের আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছিলেন আমাদের রসূল (সা.)-এর পূর্বে অথবা তাদের সময়ে তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যে ঘটনা ঘটেছিল যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন বা রসূল (সা.) সহীহ হাদীসে বর্ণনা করেছেন তা অস্বীকার করা।

৫) যারা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে মিথ্যা নবুয়তের দাবী করে। যেমন - মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী করেছে।

৬) যারা রসূলুল্লাহ (সা.)-কে এমন সব গুণে বিভূষিত করে যা আল্লাহ তা'আলা করেননি। যেমন ঃ রসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর নূরে সৃষ্টি।

৭) যারা রসূলুল্লাহ (সা.) হতে এমন জিনিস পেতে ইচ্ছা করে যা দেবার মালিক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নয়। যেমন ঃ সাহায্য চাওয়া, বিজয়ের সাহায্য চাওয়া, রোগমুক্তি অথবা এই জাতীয় কার্যসমূহ, যা আজ মুসলিমদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আল কুরআনের দৃষ্টিতে এই জাতীয় কথাগুলো শিরক দ্বারা পূর্ণ। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *"সাহায্য কখনো আসতে পারে না আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ হতে।" (সূরা আনফাল ৮ ঃ ১০)*

আর রসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও এর বিরোধিতা করে বলেন- "যদি কিছু চাও আল্লাহর নিকট চাও। আর যদি সাহায্য চাও তার নিকটেই চাও।" (তিরমিযি)

৮) তবে আমরা রসূলগণের কোন মোজেযাকে অস্বীকার করি না। তবে যেটা আমরা অস্বীকার করি তা হল তাদেরকে আল্লাহর শরীক স্থির করা। আল্লাহর নিকট যেভাবে দু'আ করি তাদের নিকট ও একইভাবে দু'আ করা কিংবা তাদের জন্য ওরস করা অথবা তাদের জন্য নজর নেয়াজ মানত পেশ করা। এমনকি তাদের কারো কারো মাজারে টাকা পয়সা দেয়া।

৯) যেমন অনেকে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কারণে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তারা দলীল হিসেবে এই বানোয়াট মিথ্যা হাদীসে কুদসী পেশ করে।

সলাতে খুশু খুযু
(ভয়-বিনয়-আশা ও একাগ্রতার সহিত নামায)

মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন, *"এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৮)*

"আর তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন। যারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তারা তাঁর দিকে ফিরে যাবে।" (সূরা বাকারা ঃ ৪৫-৪৬)

সলাত ইসলামের একটি শারীরিক ইবাদত, বড় স্তম্ভ বা রুকন। একাগ্রতা ও বিনয়াবনতা এর প্রাণ, শরীয়তের অমোঘ নির্দেশও। এদিকে অভিশপ্ত ইবলিশ মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট ও বিপদগ্রস্ত করার শপথ নিয়ে অঙ্গীকার করেছে,

"তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না"। (সূরা আরাফ ঃ ১৭)

কাজেই শয়তানের মূল উদ্দেশ্য মানবজাতিকে সলাত হতে বিভিন্ন ছলে-বলে অন্য মনস্ক করা। ইবাদতের স্বাদ, সওয়াবের বিরাট অংশ থেকে বঞ্চিত করার নিমিত্তে সলাতে বিভিন্ন ধরনের প্ররোচনা ও সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটানো। তবে বাস্তবতা হল, শয়তানের আহবানে মানুষের বিপুল সাড়া, দ্বিতীয়ত, সর্বপ্রথম সলাতের একাগ্রতা পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়া, তৃতীয়ত, শেষ জমানা। এ হিসেবে আমাদের উপর হুজায়ফা (রা.) এর বাণী প্রকটভাবে সত্যতার রূপ নিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'সর্বপ্রথম তোমরা সলাতের একাগ্রতা হারা হবে, সর্ব শেষ হারাবে সলাত। অনেক সলাত আদায়কারীর ভেতর-ই কোনো কল্যাণ বিদ্যমান থাকবে না। হয়তো মসজিদে প্রবেশ করে একজন মাত্র সলাত আদায়কারীকেও সলাতে বিনয়ী-একাগ্রতা সম্পন্ন দেখবে না।' (মাদারিজুস সালিকিন, ইবনুল কায়্যিম ১/৫২১)

"মু'মিনগণ সফলকাম, যারা সলাতে মনোযোগী।" (সূরা আল-মু'মিনূন ঃ ১-২) অর্থাৎ যারা সলাতে আল্লাহ ভীরু এবং সলাতে স্থির।

'খুশু হল-আল্লাহর ভয় এবং ধ্যান হতে সৃষ্ট স্থিরতা, গাম্ভীর্যতা ও নম্রতা। ('দার-আশশুআব প্রকাশিত ইবনে কাসির : ৬/৪১৪) 'বিনয়াবনত এবং আপাত-মস্তক দীনতাসহ আল্লাহর সমীপে দন্ডায়মান হওয়া'। (আল-মাদারেজ ঃ ১/৫২০)

মুজাহিদ বলেন, 'কুনুতের অর্থ ঃ আল্লাহর ভয় হতে উদ্যেগ স্থিরতা, একাগ্রতা, অবনত দৃষ্টি, সর্বাঙ্গীন আনুগত্য। (তাজিমু কাদরিস সলাত ১/১৮৮)

হুজায়ফা (রা.) বলতেন, 'নিফাক সর্বস্ব খুশু হতে বিরত থাক। জিজ্ঞাসা করা হল, নিফাক সর্বস্ব খুশু আবার কী? উত্তরে বললেন, শরীর দেখতে একাগ্রতাসম্পন্ন অথচ অন্তর একাগ্রতা শূন্য।'

রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ সলাতেই আমার চোখের শান্তি রাখা হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ ঃ ৩/১২৮)

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মনোনীত বান্দাদের আলোচনায় খুশুর সহিত সলাত আদায়কারী নারী-পুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের জন্য ধার্যকৃত ক্ষমা ও সুমহান প্রতিদানের ঘোষণা প্রদান করেছেন। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৫)

খুশু বান্দার উপর সলাতের দায়িত্বটি স্বাভাবিক ও হালকা করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আর তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা খুশুওয়ালা-বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন। (সূরা বাকারা ঃ ৪৫)

অর্থাৎ সলাতের কষ্ট বড় কঠিন, তবে খুশু ওলাদের জন্য কোন কষ্টই নয়।" (তাফসিরে ইবনে কাসির ঃ (১/১২৫) খুশু যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন কঠিন ও দুর্লভ, বিশেষ করে আমাদের এ শেষ জামানায়। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন,

'এই উম্মত হতে সর্বপ্রথম সলাতের খুশু উঠিয়ে নেয়া হবে, এমনকি সন্ধান করেও তুমি কোনো খুশু ওয়ালা লোক খুঁজে পাবে না।' (তাবরানি)

খুশু তথা একাগ্রতার হুকুম

নির্ভরযোগ্য মত অনুসারে খুশু ওয়াজিব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী,

"তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, তবে সলাতে একাগ্রতা বঞ্চিতদের জন্য তা খুব কঠিন।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ৪৫)

এর মাধ্যমে খুশুহীনদের দুর্নাম ও নিন্দা করা হয়েছে। অর্থাৎ খুশু ওয়াজিব। কারণ, ওয়াজিব পরিত্যাগ করা ছাড়া কারো দুর্নাম করা হয় না। অন্যত্র বলেন,

"মু'মিনগণ সফল, যারা সলাতে একাগ্রতা সম্পন্ন...তারাই জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে।" (সূরা মু'মিনুন ঃ ১-১১)

এ ছাড়া অন্যরা তার অধিকারী হবে না। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয়, খুশু ওয়াজিব। খুশু হল বিনয় ও একাগ্রতার ভাব ও ভঙ্গি। সুতরাং যে ব্যক্তি কাকের মত মাথা ঠোকরায়, রুকু হতে ঠিক মত মাথা উঁচু করে না, সোজা না হয়ে সিজদাতে চলে যায়, তার খুশু গ্রহণযোগ্য নয়। সে গুনাহগার-অপরাধী। (মাজমুউল ফতওয়া : ২২/৫৫৩-৫৫৮)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

'পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন। যে ভাল করে ওযূ করবে, সময় মত সলাত আদায় করবে এবং রুকু-সিজদা ঠিক ঠিক আদায় করবে, আল্লাহর দায়িত্ব, তাকে ক্ষমা করে দেয়া। আর যে এমনটি করবে না, তার প্রতি আল্লাহর কোনো দায়িত্ব নেই। শাস্তিও দিতে পারেন, ক্ষমাও করতে পারেন। (আবু দাউদ)

---- *বাকী অংশ ৫ম পাতায়*

খুশু ও খুযু (ভয়-বিনয়-আশা ও একাগ্রতা) সৃষ্টি করার কয়েকটি উপায়

১. খুশু তৈরী ও শক্তিশালী করনের উপায় গ্রহণ করা।
২. খুশুতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো পরিহার ও দুর্বল করা। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, খুশুর সহায়ক দুটি জিনিস।

প্রথমটি হল- ব্যক্তির প্রতিটি কথা, কাজ, তিলাওয়াত, যিকির ও দু'আ গভীর মনোযোগ সহকারে আদায় করা। আল্লাহকে দেখে এসব আদায় করছি এরূপ নিয়ত ও ধ্যান করা। কারণ, সলাতে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কথপোকথন করে। হাদীসে জিবরীলে ইহসানের সংজ্ঞায় এসেছে,

"আল্লাহর ইবাদত কর, তাকে দেখার মত করে। যদি তুমি তাকে না দেখ, সে তো অবশ্যই তোমাকে দেখে।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

দ্বিতীয়টি হল- প্রতিবন্ধকতা দূর করা। অন্তরের একাগ্রতা বিনষ্টকারী জিনিস ও চিন্তা-ফিকির পরিত্যাগ করা। যা ব্যক্তি অনুসারে সকলের ভেতর হয়ে থাকে। যার ভেতর প্রবৃত্তি ও দ্বীনের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিংবা কোনো জিনিসের প্রতি আসক্তি রয়েছে, তার ভেতর প্ররোচনাও অধিক হবে। (মাজমুউল ফতওয়া : ২২/৬০৬-৬০৭)

খুশু ও খুযু (ভয়-বিনয়-আশা ও একাগ্রতা) সৃষ্টি ও শক্তিশালী করণের উপায়সমূহ

এক ঃ সলাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও তৈরী হওয়া। যেমন, মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে আজানের শব্দগুলো উচ্চারণ করা এবং আযান শেষে রাসূল (সা.) হতে প্রমাণিত দু'আ পড়া। আযান-ইকামতের মাঝখানে দু'আ করা, বিসমিল্লাহ বলে পরিশুদ্ধভাবে ওযূ করা, ওযূর পরে দু'আ পড়া। মুখ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মিসওয়াকের প্রতি যত্নশীল থাকা, যেহেতু কিছুক্ষণ পরেই সলাতে তিলাওয়াত করা হবে পবিত্র কালাম। সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে পরিপাটি হওয়া। তদ্রুপ সলাতের প্রস্তুতি স্বরূপ, শরীরের জরুরি অংশ ঢেকে নেয়া, জায়গা পবিত্র করা, তাড়াতাড়ি সলাতের জন্য তৈরী হওয়া ও ধীর স্থিরভাবে মসজিদ পানে চলা। সলাতের জন্য অপেক্ষা করা। কাঁধে কাঁধ ও পায়ের টাখনুর সাথে টাখনু মিলে এবং কাতার সোজা করে দাঁড়ানো। কারণ রাসূল (সা.) বলেছেন, শয়তান কাতারের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাতে আশ্রয় নেয়।

দুই ঃ স্থিরতা অবলম্বন করা। রাসূল (সা.) প্রতিটি অঙ্গ স্বীয় স্থানে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, "সলাতে যে চুরি করে, সেই সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল সলাতে কীভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, রুকু-সিজদা ঠিক ঠিক আদায় করে না।" (আহমাদ ও হাকেম)

তিন ঃ সলাতে মৃত্যুর স্মরণ করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তুমি সলাতে মৃত্যুর স্মরণ কর। কারণ, যে সলাতে মৃত্যুর স্মরণ করবে, তার সলাত অবশ্যই সুন্দর হবে। এবং সে ব্যক্তির ন্যায় সলাত পড়, যাকে দেখেই মনে হয়, সে সলাতে আছে।" (সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ) "যখন সলাতে দাঁড়াবে, মৃত্যুমুখী ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে।" (আহমদ)

চার ঃ পঠিত আয়াত ও দু'আ-দরূদ অর্থসহ বুঝে বুঝে পড়া ও গভীর মনোযোগ দিয়ে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করা এবং সাথে সাথে প্রভাবিত হওয়া। কারণ, কুরআন নাযিল হয়েছে মূলতঃ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার জন্যই।

পাঁচ ঃ সব কথার মূল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.) যেভাবে সলাত আদায় করেছেন ঠিক ঐভাবে সলাত আদায় করা। তিনি বলেছেন ঃ 'তোমরা ঐভাবে সলাত আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ।' (সহীহ বুখারী)।

---- সালাতে একাগ্রতা ও খুশু ঃ সানাউল্লাহ নজির আহমদ

--- শেষের পাতার বাকী অংশ

দাম্পত্য সম্পর্কের ৫০ টি বিষয়

৩৯. যৌক্তিক অনুমানের ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। তবে পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে অনুমানকে যাচাই করে নেয়াই আবশ্যক।
৪০. মনের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যই সবকিছু নয়, কিন্তু তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি।
৪১. সার্থক যৌন সম্পর্ক সার্থক দাম্পত্য সম্পর্কের নিশ্চয়তা দেয় না। তবে তা সার্থক দাম্পত্য সম্পর্ক নির্মাণে সহায়তা করে।
৪২. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করলে তা দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষতি করে না। তবে সন্দেহজনক বিষয় নিয়ে লুকোচুরি করলে তা দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষতি করে।
৪৩. সঙ্গী/সঙ্গিনীকে আঁকড়ে ধরে রাখার প্রবণতা এবং ঈর্ষাপরায়ণতার জন্ম হয় ভয় থেকে, ভালোবাসা থেকে নয়।
৪৪. বিশ্বাসযোগ্যতা বিশ্বাসযোগ্যতার জন্ম দেয় এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে।
৪৫. স্বামী বা স্ত্রী যদি কোনোকিছুকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, তাহলে তা দুজনেরই জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
৪৬. দাম্পত্য সম্পর্কে প্রেমাবেগের প্রয়োজন কখনোই ফুরিয়ে যায় না।
৪৭. নতুন সম্পর্কের ঔজ্জ্বল্য সবসময়ই ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে।
৪৮. নীরবতাও আক্রমণাত্মক হতে পারে যখন তা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৪৯. অধিক উত্তম হলো নিজে কীভাবে সঠিক কাজটি করতে পারি সেদিকে মনোযোগ দেয়া। তারপর নিজের সঙ্গী বা সঙ্গিনী কী ভুল করেছে সেদিকে মনোযোগ দেয়া।
৫০. দাম্পত্য সম্পর্ককে মানিয়ে নেয়া একেবারেই অসম্ভব মনে হলে, কেবল তখনই বিচ্ছেদের দিকে পা বাড়ানো। এই কাজটি মহান আল্লাহ সবসময় অপছন্দ করেন।

Source: Excerpted from Al Maghrib Institute's "Fiqh of Love" seminar with Shaykh Waleed Basyouni

ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ কী?

---- *আবু জারা*

ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ ইংরেজী Secularism শব্দেরই বাংলা অনুবাদ। ইসলাম হল আল্লাহর অনুমোদিত ধর্ম। আল্লাহ যা যা বানিয়েছেন, শয়তান ঠিক তার উল্টোটা বানিয়েছে। যেমন, আল্লাহ বানিয়েছেন খিলাফত আর শয়তান বানিয়েছে মূলুকীয়া বা রাজতন্ত্র। আল্লাহ বানিয়েছেন যাকাত ব্যবস্থা আর শয়তান বানিয়েছে সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি। আল্লাহ বানিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম আর শয়তান বানিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা অজ্ঞতার কারণে বলে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। আসলে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থই হচ্ছে ধর্মহীনতা। বিশ্ববিখ্যাত সব Dictionary থেকে জানা যাক ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কী?

Random House Dictionary of English Language এর মতে ঃ

1. Not regarded as religious form or spiritually sacred - এর অর্থ হল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বলে বিবেচিত নয়।
2. Not pertaining to or connected with any religion — যা কোন ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।
3. Not belonging to any religious order - যা কোন ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত নয়। এটার নামই হল Secularism.

Chambers Dictionary এর মতে ঃ

The belief that the state morals should be independed of religion. এর অর্থ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যার মতে রাষ্ট্র-নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছু থেকে অবশ্যই ধর্মমুক্ত হতে হবে।

Oxford Dictionary এর মতে ঃ

Secularism means that the doctrine should be based solely on the wellbeing of the mankind in the recent life to the exclusion of all religions considerations drawn from belief in God. - এর অর্থ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ হচ্ছে এমন এক মতবাদ যা আল্লাহতে বিশ্বাস বা পরকালে বিশ্বাস-নির্ভর সমস্ত বিবেচনা থেকে মুক্ত। মানবজাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার উপর ভিত্তি করে এই নৈতিকতা ও মতবাদ গড়ে উঠবে।

Encyclopedia Britannica এর মতে ঃ

1) Secular spirit or tendency especially based on social philosophy that rejects all forms of religious faith. ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ হচ্ছে সেই রাজনৈতিক দর্শন যা সকল ধর্মবিশ্বাসকেই প্রত্যাখান করে।
2) The view the public education and other matters of civil society should be conducted without the introduction of a religious elements. ধর্মনিরপেক্ষতার একমাত্র অর্থ হলো কোন ধর্মের অন্তর্গত না থাকা।

ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য ঃ Dictionary-র সংজ্ঞা তো দেখলাম। এবার আল্লাহ কী বলছেন তা দেখি ঃ

"তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশ মান আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যারাই এরূপ আচরণ করবে তাদের এছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে যে তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে? তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ অবগত আছেন।" (সূরা আল বাকারা ২ ঃ ৮৫)

ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদীরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত মানে কিন্তু কুরআনের বিচার মানে না, কুরআনের অর্থনীতি মানে না, কুরআনের পররাষ্ট্রনীতি মানে না, কুরআনের সমাজনীতি মানে না, রাসূল (সা.)-এর রাজনীতি মানে না। ধর্ম আর রাজনীতিকে তারা আলাদা করে – সেজন্য আল্লাহ বলেন, তোমরা কুরআনের কিছু কথাকে করবে বিশ্বাস আর কিছু কথাকে করবে অবিশ্বাস/অস্বীকার – এ কাজটি যদি কর – দুনিয়াতে তোমাদেরকে লাঞ্ছনার জীবন দেয়া হবে – আর হবে কিয়ামতে কঠিন শাস্তি (জাহান্নাম)। ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ এমন এক বিষাক্ত মতবাদ যা ঐশ্বরিক নয় – যা সম্পূর্ণ মানব-রচিত – ধর্মদ্রোহী মতবাদ – একটি কুফরী মতবাদ। রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদের মূল কথা –

১) রাষ্ট্রনীতির সাথে ধর্ম সংযুক্ত থাকবে না;
২) ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ;
৩) রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় কোনভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করা হবে না;
৪) মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলাম হতে মুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে;
৫) ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি তথা সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পৃক্ত সকল কিছু থেকে ইসলামকে বর্জন করা। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ মুসলিম বিশ্বের জন্য মারাত্মক অভিশাপ।

আইন করে ধর্মীয় প্রবণতাকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামই ধর্মনিরপেক্ষতা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এর লক্ষ্য। সে হিসেবে এ মতবাদকে ধর্মহীনতা বলাই সমীচীন। ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

"তারাই সেই লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। তারাই সেই লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তার সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি তাদের জন্য ওজনে কোন মানদন্ড স্থাপন করবো না। জাহান্নাম এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ তারা কাফির হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে বিদ্রুপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। (সূরা কাহাফ ঃ ১০৪-১০৬)

Gift Box for Children

Islamic Education Series for Children (Book 1 to 10)

পিতামাতাদের জন্য ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ

বাংলা ভাষায় দশটি বইয়ের একটি সেট

Collect your copy

TIC, Downtown, 647-280-9835
ATN Book Store, Danforth, 416-686-3134

দাম্পত্য সম্পর্কের ৫০ টি বিষয় যা আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন

১. সুন্দর সম্পর্ক নিজে থেকেই তৈরি হয় না, সেটি তৈরি করতে হয়। তাই নিজেকেই সেটি তৈরি করতে হবে।

২. কর্মক্ষেত্রেই যদি আমি সবটুকু কর্মক্ষমতা নিঃশেষ করে ফেলি, তাহলে আমাদের দাম্পত্য জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩. আমার উৎফুল্ল আচরণ হতে পারে আমার জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনীর জন্য খুব দামি একটি উপহার।

৪. কাউকে একইসাথে ভালোবাসা এবং ঘৃণা করা কারো জন্য অসম্ভব নয়।

৫. আসুন জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনীর ব্যাপারে বন্ধুদের কাছে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকি। মনে রাখা উচিত বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া দাম্পত্য সম্পর্কে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

৬. দাম্পত্য জীবনে তা-ই নিয়ম যা দুইজনের পছন্দের ভিত্তিতে ঘটে।

৭. সাময়িক ঝগড়া বিবাদের কারণে দাম্পত্য সম্পর্ক পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় না। মনের মধ্যে জমে থাকা চাপা ক্ষোভ আর যন্ত্রণাই দাম্পত্য জীবনকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়।

৮. দাম্পত্য সম্পর্কে, "কী পেলাম?" এর হিসাব মেলানোর জন্য নয়। বরং সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে "কী দিতে পেরেছি," তা-ই দাম্পত্য সম্পর্কের মূলকথা।

৯. "জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনী হিসেবে আমি সর্বোত্তম"-এমনটি মনে হওয়া অতি আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ। এমনটি মনে হলে নিজেকে যাচাই করা উচিত।

১০. সংসারের ক্রমাগত আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্থ এই নয় যে, দাম্পত্য জীবনও সুখের মধ্য দিয়ে কাটছে।

১১. যদি বিশ্বাস ভেঙ্গে গিয়ে থাকে, তাহলে সেই বিশ্বাস জোড়া দেয়ার সময় এখনও পার হয়ে যায়নি। এজন্য যেকোনো সময়ই উপযুক্ত।

১২. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা নিয়ে তর্ক হয় তাতে আসল বিষয় থাকে না।

১৩. ভালোবাসা কেবল অনুভূতি নয়; বরং আমাদের কাজের মাধ্যমেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

১৪. বেশি পাওয়ার আকাংক্ষা মনের হতাশা ও অতৃপ্তিকে বাড়িয়ে দেয়।

১৫. দাম্পত্য জীবনের অনেক তর্কই হয়ত এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তবে ক্ষতিকর বিতর্ক এড়িয়ে যেতেই হবে।

১৬. জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনীর প্রতি গভীর মনোযোগ পরস্পরের জন্য হতে পারে অমূল্য উপহার।

১৭. অনেক সময় সুখী দম্পতিরাও ভাবেন যে, তারা ভুল মানুষটিকে বিয়ে করেছেন।

১৮. আমার জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনী আমাকে সুখী করার শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে না পারলেও তিনি আমার সুখী হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করতে পারেন।

১৯. মিথ্যা বলে হয়ত সামান্য কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু পরিমাণে মিথ্যা বলার জন্য সুবিধার চেয়ে অনেক বেশি চড়া মূল্য দিতে হয়। অতএব, মিথ্যা বলা বর্জন করাই ভাল।

২০. আমার মতামত যে সবসময় সঠিক, এমনটি ভাবা ঠিক নয়।

২১. বছরের পর বছর ধরে যে বিশ্বাস নিজেরা গড়ে তুলেছি, তা এক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তাই সাবধান।

২২. সঙ্গী বা সঙ্গিনীর অপরাধবোধকে দীর্ঘায়িত করে তার অনুভূতি নিয়ে খেলা করে যা পেতে চাই, তা কখনোই পাওয়া যায় না।

২৩. ইসলামিক মন-মানসিকতা সম্পন্ন বন্ধুদেরকে অবহেলা না করে তাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের সাথেই উঠাবসা করা উচিত।

২৪. যদি মনে হয়, 'তুমিই আমার জন্য সঠিক মানুষ, যাকে আমি বিয়ে করেছি', তাহলে মনে করতে হবে আমি ঠিক পথেই আছি।

২৫. কোনো কিছু প্রমাণ করতে যাওয়ার প্রলোভনকে দমন করতে পারলে, বস্তুত একে অপরে অনেক কিছুই প্রমাণ করতে পারা যায়।

২৬. আত্মিক উদারতা একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের প্রধান ভিত্তি।

২৭. সঙ্গী বা সঙ্গিনী যদি কোনো রক্ষণাত্মক আচরণ করে, তাহলে তার রক্ষণাত্মক হওয়ার পক্ষে কারণ খুজে দোষ ধরার প্রয়োজন নেই।

২৮. বিয়ে কোন ৫০/৫০ সম্ভাবনা না; বরং এটি হলো ১০০/১০০।

২৯. দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি কোন কিছু এখনও পরিশোধ করতে নাও পারি। তবে যত দেরিতে তা করবো, ততবেশি জরিমানা আমাকে দিতে হতে পারে।

৩০. সুন্দর বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন। এমনটি করতে পারলে, একে অপরে আসলে ত্যাগের চেয়ে ভোগই বেশি উপভোগ করেতে পারবো।

৩১. ক্ষমা কোন সাময়িক গুণ নয়; বরং ক্ষমা একটি চলমান প্রক্রিয়ার নাম।

৩২. দাম্পত্য জীবনের কঠিন সময়গুলো আমাদেরকে একজন ভালো মানুষ করে গড়ে তুলবে।

৩৩. বিয়ে অনেকটা রকেট উৎক্ষেপণের মতো। যখন তাতে মাধ্যাকর্ষণ টান পূর্ণ থাকে, তখন ফ্লাইট খুব সামান্য জ্বালানীতেই চলতে থাকে।

৩৪. দাম্পত্য জীবনে সাফল্য পেতে হলে, অতীতে কী হয়েছে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, ভবিষ্যতের করণীয় নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে।

৩৫. সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি সবসময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। কৃতজ্ঞতা বোধকে নিজের ভেতর চেপে রাখা ঠিক নয়।

৩৬. বাস্তবতার খাতিরে মাঝে মাঝে নীরবতা পালন করা একটি অসাধারণ উপায়।

৩৭. সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কাছে আমার সর্বোত্তম প্রশ্নগুলোর একটি হতে পারে, "আমি কীভাবে তোমাকে আরও বেশি ভালোবাসতে পারি?"

৩৮. চাইলেই দাম্পত্য জীবনকে চিরসবুজ করে রাখা যায়।

--- বাকী অংশ ৫ম পাতায়...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com